বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা থেকে জন্ম নেয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি পার্বত্য অঞ্চলের জন-গোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন তথা কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, সমাজকল্যাণ, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নসহ আয়বর্ধনমূলক খাতে নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অনিবার্য অনুসঙ্গ হিসেবে দ্রুত কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সুদূরপ্রসারী এই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও অনগ্রসর পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য প্রকৃতির এক অসামান্য দান। পর্যটনসহ বিভিন্ন খাতে এ অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তাই এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বোর্ডকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূচিত উন্নয়ন দর্শন, 'সমতাভিত্তিক উন্নয়ন', 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' এর বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অপার সম্ভাবনা ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পথিকৃৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সকল কর্মকান্ডের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডঃ উন্নয়নের চার দশক

শাহীনুল ইসলাম

বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঋদ্ধ তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্রো, লুসাই, বম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং এই ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাংলাভাষী মানুষ তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রুপান্তর করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মোগল ও ব্রিটিশ শাসকগণ রাজস্ব আদায় করলেও এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানী শাসনামলে রাঙ্গামাটিতে জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ, চন্দ্রঘোনা কাগজ কল স্থাপন করা হলেও তা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর কোন উপকারে আসেনি। বরং রাতারাতি এ অঞ্চলের হাজারো মানুষকে গৃহহারা ও ভূমিহারা করে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পার্বত্য জনগোষ্ঠী অনগ্রসর থেকে যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের জন্য ১৯৭৩ সালের জুন মাসে অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের ঘোষণা দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ঐ বছরই বঙ্গবন্ধু পার্বত্য এলাকার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন। ১৯৭৩ সালের ৩১ জুলাই তৎকালীন ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবত পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে এসে রাঙ্গামাটিতে এক মতবিনিময় সভায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পার্বত্যাঞ্চলে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ৭৭নং অধ্যাদেশমূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ, অবকাঠামো বিনির্মাণ, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার সুচিন্তিত ও টেকসই সম্প্রসারণ, শিক্ষা-সুবিধার সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং পার্বত্য জনপদে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। পার্বত্য এলাকার ভূমি ও আবহাওয়া উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা সৃজন, জলাধার নির্মাণ, কমলা ও মিশ্র

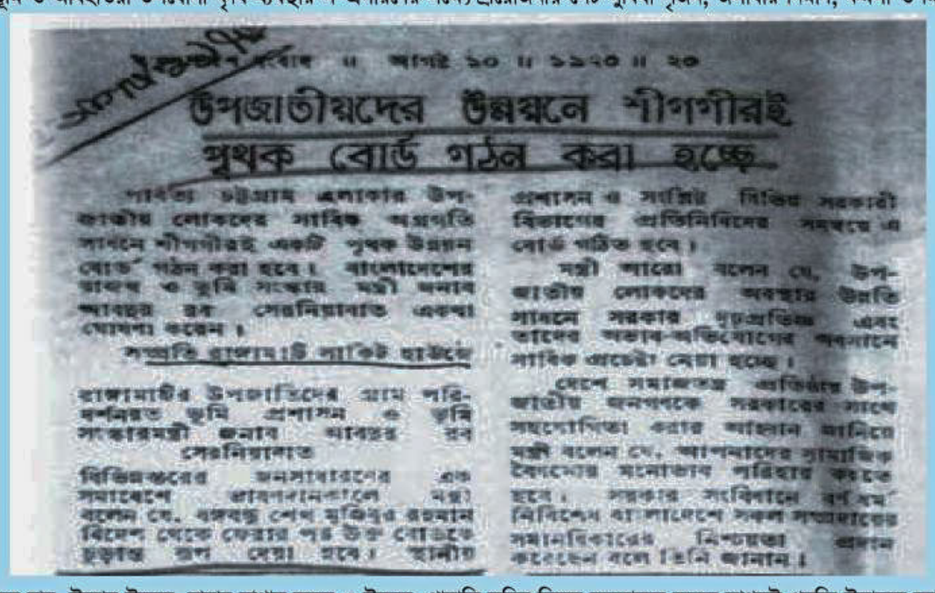
উপজাতীয়দের উন্নয়নে শীগগীরই পৃথক বোর্ড গঠন করা হচ্ছে

ফল চাষ, উদ্যান উন্নয়ন, রাবার বাগান সৃজন ও উন্নয়ন, পাহাড়ি ভূমির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বোর্ড স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পার্বত্য জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ছোট-মাঝারি ও বৃহৎ সেতু নির্মাণ, গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণসহ বাস টার্মিনাল নির্মাণ করেছে। বর্তমান সরকার ১৯৭৬ সনে সামরিক শাসনামলে জারীকৃত অধ্যাদেশ বাতিল করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪' প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৪০ বছরে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৮৯৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। বোর্ড কৃষিখাতে ৫,৮৫০মিটার সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ১২,২২০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, ১২২টি জলাধার নির্মাণ, ৬১৫কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ, ৮১৪টি সেতু ও ২,৮৭১টি কালভার্ট নির্মাণ, ০৪টি ষ্টেডিয়াম ও ০৩টি জিমনেসিয়াম নির্মাণ করেছে। শুষ্ক মৌসুমে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ১১৫টি পানির উৎস বের করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ৫৭টি বাজার শেড নির্মাণ, ১১টি অডিটরিয়াম ও ০৯টি রেস্ট হাউজ এবং ৫৪টি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করেছে। ৫৯টি যৌথ খামার স্থাপনের মাধ্যমে ৯,৪৮৭ পরিবারকে পুনর্বাসন, ২৩,৮৩৫ একর জমিতে বিভিন্ন ফলমূলের বাগান সৃজন, ২৬,৩০৫ পরিবার অধ্যুষিত ১২৩৪টি প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ অঞ্চলে মোট ১৩,২০০ একর জমিতে রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩,৩০০ পরিবারের প্রত্যেককে ৪ একর করে জায়গা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এতদঅঞ্চলে মোট ৩১৯টি মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডা নির্মাণ বা সংস্কার করেছে। পর্যটন শিল্প বিকাশে চিম্বুক, নীলাচল, মেঘলা, আলুটিলা, মাতাইপুকুরীসহ বহু পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়নে বোর্ড অবদান রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চার হাজার পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে তিন থেকে ছয় বছর বয়সী প্রায় ১,৬০,০০০ শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে দুর্গম পার্বত্য জনপদে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আশির দশক থেকে চারটি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রতিবছর ১০০০ ছাত্র-ছাত্রীর থাকা-খাওয়া, পোশাক, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে উন্নয়ন বোর্ড। এছাড়া শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বোর্ড জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলায় ১,০৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার, ৫০টি ছাত্রাবাস ও বিজ্ঞানাগার নির্মাণ, ২২টি শিশু বান্ধব স্কুল প্রতিষ্ঠা ও তাতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মেধাবী ও অস্বচ্ছল প্রায় ১৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা-বৃত্তি প্রদান করেছে। বোর্ডের ৪০ বছরে পদার্পণের এই মাহেন্দ্রক্ষণে উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে সকল পার্বত্যবাসীর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

লেখকঃ সদস্য-বাস্তবায়ন (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বৃটিশ যুগ ও বিজাতীয় পাকিস্তানী শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল অনগ্রসর ও অবহেলিত জনপদ। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পশ্চাদপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন। তাদের ভাগ্য উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালের জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। একই বছর বঙ্গবন্ধু সরকার পার্বত্য এলাকার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আলাদা বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন এবং বোর্ড গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন না করে এ অঞ্চলকে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার, কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বনজ ও ফলদ বাগান সৃজনসহ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ৪০ বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার ৮১৮ টি স্বল্পমেয়াদী এবং ৭৫টি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। বোর্ডের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। আমরা এই বোর্ডের বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি।

আমাদের সরকার এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার পাশাপাশি ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি।

আমি আশা করি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন এবং এ উপলক্ষে স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা নিয়ে প্রকৃতির অনিন্দ্য-সুন্দর শোভামন্ডিত দুর্গম জনপদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ব্রত নিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারী গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। সুদীর্ঘ কালের শোষণ ও বঞ্চনার ফলে পিছিয়ে পড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা, যাতায়াত, কৃষি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অবদান অনস্বীকার্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের গঠন ও কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪" একটি কালজয়ী ও সূদুর প্রসারী পদক্ষেপ। জন্মলগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্বল্প ব্যয়ের স্কিম/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ও দুরদর্শী চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬ হতে ২০১৫খ্রি. পর্যন্ত যাতায়াত, শিক্ষা, কৃষি ও সেচ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য জনপদে দৃশ্যমান উন্নয়নের অগ্রপথিক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির প্রচলন করে পার্বত্য জনপদের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করতে অবদান রাখছে।

পার্বত্য এলাকার জনগণের উন্নয়নে নিবেদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের এ মহতী উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ও
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। বৃটিশ এবং পাকিস্তান শাসনামলে এই জনপদের উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তৎকালীন রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ৩১ জুলাই ১৯৭৩ সনে রাংগামাটিতে এক সুধী সমাবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন।

দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা, চাষাবাদ যোগ্য জমির অপ্রতুলতা, দীর্ঘ কালের শোষণ-বঞ্চনা, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সহ বিবিধ কারনে পার্বত্য জনগণের উন্নয়ন দেশের অপরাপর এলাকার সাথে সমান তালে এগুতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নসহ সামগ্রিক ভৌত অবকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্যবাসীর টেকসই উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্কিম/প্রকল্প গ্রহণে আর্থিক ব্যয়-ক্ষমতা দুই কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন যা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিগত ৪০ বছরে প্রায় ১২০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৮৯৩ টি ছোট-বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা, যাতায়াত, কৃষি, রাবার, মিশ্র-ফলজ বাগান সৃজন, পানি সরবরাহ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নয়নে সফল হয়েছে।

উন্নয়ন-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি

০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারনা থেকে জন্ম নেয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ এবং অন্যান্য কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পশ্চাৎপদ পার্বত্য এলাকার ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সত্যিই বড় কঠিন। কাঠিন্যের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া-সংস্কৃতির বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে জাতীয় উন্নয়ন মহাসড়কে সেতুবন্ধন রচনায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তৃণমূল থেকে উদ্ভূত জন-চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত অনগ্রসর ও অবহেলিত সকল জাতি-গোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, বিশেষায়িত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতাবৃদ্ধি এবং ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে ও পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নিকট আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আমরা আশা করি উন্নয়ন বোর্ড সে প্রত্যাশা পূরণে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমরা পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি